বেইজিঙে রোবট প্রতিযোগিতায়
তিন তরুণ ও এক রোবট

রোবট বল ছুঁড়ছে

বাম থেকে এস জি এম হোসেন মামুর, মোঃ রাশেদুল ইসলাম রাসেল, মোঃ জহুরুল হক ও আশফাক উর রহমান অভি

আসিফুর রহমান

প্রথমে তো আমি একটুও উৎসাহ দেখাইনি। কিছুদিন পরে দেখলাম ওরা নিজেরাই বেশ কিছুদূর এগিয়েছে। সাধারণত বড় কাজ করতে যেয়ে বেশিরভাগ ছেলে-মেয়েই পালায়। ওরা খুবই উৎসাহী। পালায়নি-- বলছিলেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ জহুরুল হক। যাদের সম্বন্ধে বলছিলেন তারা কি করেছে জানেন! রোবট প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার জন্য প্রমাণ সাইজের রোবট বানিয়ে ফেলেছে।

তিন কৃতীর কথা

তিন জনের একটি দল। দল নেতা আশফাক উর রহমান অভি, ম্যানুয়াল মেশিন অপারেটর এস জি এম হোসেন মামুর। অপরজন মোঃ রাশেদুল ইসলাম রাসেল।

এই তিন জন মিলে বানিয়েছে রোবট। গত বছরের সেপ্টেম্বরে এক অনুষ্ঠানে রোবট প্রতিযোগিতার বিষয়ে জানতে পারেন রাসেল। এরপর অভি ও মামুরের সাথে কথা বলে যোগাযোগ করেন বিটিভিতে। বিটিভির ডেপুটি ডিজি (অনুষ্ঠান) মোঃ মাহবুবুল আলম ও প্রযোজক কর্তা বদরুজ্জামানের সহযোগিতায় রোবট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ছাড়পত্র মেলে।

ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করেন তারা রোবট বানানোর কাজ। প্রজেক্টের নাম দেয়া হয় MECH-BUET।

যেভাবে তৈরি হলো 'MECH-BUET'

আসলে আমাদের দেশে এই রোবট তৈরি করাটা খুবই কঠিন একটা কাজ। প্রয়োজনীয় উপকরণ পাওয়াই যায় না। ধোলাই খালের টং বাজার ও নবাবপুরে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করতে হয়েছে। ধোলাই খালে ১৪টা মোটর কিনেছি ৪ ঘন্টা ঘুরে। সামান্য একটা স্ক্রু খুঁজতেও চলে গেছে ২ ঘন্টা। রোবটের বল ছুঁড়ে মারার জন্যে প্রয়োজন মতো প্যাড পাইনি কোথাও। পরে টয়লেট টিস্যু দিয়ে তৈরি করেছি তা-বলছিলেন অভি। এই দলের ইন্সট্রাক্টর অধ্যাপক ড. মোঃ জহুরুল হক বললেন, এই কম্পিটিশনে চীন, জাপান, মালয়েশিয়ার মত হাইটেক দেশগুলোর প্রতিযোগীরা অংশ নেবে। তাদের তুলনায় আমাদের রোবট খুব যে মানসম্পন্ন হবে তা নয়-কিন্তু আমরা যে এত প্রতিকূলতার মধ্যেও রোবট তৈরি করতে পেরেছি এটাই বড় কথা।

এবিইউ রোবোকন প্রতিযোগিতার কথা

'ক্লাইম্ব অন দি গ্রেটওয়াল, লাইট দি হোলি ফায়ার', এবারের রোবট কনটেস্টের মূল শ্লোগান এটাই। চীনা প্রবাদ আছে- যতক্ষণ না তুমি চীনের প্রাচীরের ওপরে উঠতে পারছো এবং পবিত্র আগুন জ্বালতে পারছো ততক্ষণ তুমি শক্তিশালী মানুষ নও। রোবট কনটেস্টে একেকটি দলকে এটাই প্রমাণ করতে হবে যে, তারা শক্তিশালী। নির্ধারিত গেম ফিল্ডে রোবটকে বল নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। দু'দিক থেকে দুটি দলের প্রতিযোগিতা হবে। যে বেশি বল ফেলবে সেই জয়ী হবে। সময় তিন মিনিট।

ইবিইউ রোবোকন

এশিয়া প্যাসিফিক ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন সংক্ষেপে এবিইউ একটি বেসরকারি সংস্থা। যারা নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০০২ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে রোবট প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে।

ছেলেরা কাজ করছে। তার ফাঁকে চলছে এনএইচকে টিভির শুটিং

২০০২ সালে প্রতিযোগিতা হয়েছিল জাপানের টোকিওতে। ২০০৩ সালে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে, ২০০৪ সালে দঃ কোরিয়ার সিউলে। আর এ বছর বসছে চীনের বেইজিংয়ে।

জাপানের এনএইচকে টিভিতে থেকে এলো দল

জাপানের এনএইচকে টিভির একটি দল ৩ দিন ধরে এই তিন তরুণের ওপরে একটি ডকুমেন্টারি করেছে। প্রযোজক আতসুসি নিশিদাকে প্রশ্ন করি, বাংলাদেশের এই দলটিকে নিয়ে কেন আপনারা ডকুমেন্টারি করছেন? উত্তরে বলেন, বাংলাদেশ এই প্রথম অংশ নিচ্ছে, বাংলাদেশে এই ধরনের কাজের পর্যাপ্ত সুযোগ নেই। তারপরও এখানকার ছেলেরা যে অংশ নিচ্ছে এটাই আকর্ষণ করেছে আমাদের। যেমন এখানে আসার আগে আমরা মালয়েশিয়া ঘুরে এসেছি। সেখানে প্রতিযোগীরা রোবট তৈরি করে গেমফিল্ডে প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছে। যেখানে বাংলাদেশের ছেলেরা প্র্যাকটিস করতে পারছে না। এছাড়া জাপান, চীন বা মালয়েশিয়ার এই ধরনের প্রজেক্ট তৈরির উপকরণগুলো সহজেই পাওয়া যায়। এখানে দেখলাম ধোলাইখালে রাস্তার বাজার থেকে উপকরণ সংগ্রহ করতে হচ্ছে।

অভি বললেন, এবিইউ আমাদের যাতায়াতের খরচটা দিচ্ছে। কিন্তু গেমফিল্ড নিয়ে প্র্যাকটিস করতে হলে ৩ হাজার ডলার লাগে সেটা জোগাড় করা সম্ভব নয়। এমনকি রোবট বানাতে যে টাকা খরচ হয়েছে তার পুরোটাই দিয়েছে জহুরুল হক স্যার। মূলত তার কারণেই আমরা এই প্রজেক্ট তৈরি করতে পেরেছি। আর বুয়েট প্রশাসনের সহযোগিতাও পেয়েছি। আমরা জানি না, স্যারের টাকাটা কিভাবে ফেরত দেব। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য আশ্বাস দিয়েছে টাকার ব্যবস্থা করার।

প্রতিযোগিতা শুরু হবে ২৭ আগস্ট। আমরা রওয়ানা দেব ২৪ আগস্ট। ফলে গেমফিল্ড দেখে প্রোগ্রাম সেট করতে একদিন সময় পাবো। এতেও হতাশ নই আমরা। শুরু তো হলো।

তোমাদের অভিবাদন

বাংলাদেশের তিন যুবকের রোবট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ আমাদের আশা জাগায়। এই হতাশাতাড়িত, অন্ধকার ভবিষ্যতের দেশে এই চকচকে চোখের তরুণরাই আমাদের ভরসা।

তোমাদের অভিবাদন।

ছবি: মুস্তাফিজ মামুন